

পৃষ্ঠপোষক
ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বোর্ড অব গভর্নরস্

উপদেষ্টা
অধ্যাপক মো. আব্দুল আজিজ
উপাচার্য

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুদীপ তালুকদার
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

সদস্য
আহসান হাবীব
প্রভাষক, আইসিটি বিভাগ
আফজাল হোসাইন
প্রভাষক, ব্যবসা প্রশাসন বিভাগ
প্রবাল চক্রবর্ত্তী
প্রভাষক, আইন ও বিচার বিভাগ

প্রকাশক
রেজিস্ট্রার
মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি
আল-হামরা, জিন্দাবাজার
সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ০৮২১-৭১৩০৭৭, ৭১৩০৭৮
ফ্যাক্স: ০৮২১-৭১৩৩০৪
ই-মেইল: info@metrouni.edu.bd

ওয়েব: www.metrouni.edu.bd

মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন

বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে গত ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন উৎসব। এ উপলক্ষে প্রেরিত বাণীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমাবর্তনের সাফল্য কামনা করে বলেন, 'বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ করে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে অবদান রাখবে এটাই জাতির প্রত্যাশা। শিক্ষার্থীদের মেধা মনন এবং সৃজনশীলতা বিকাশে পাঠ্যসূচীর বাইরে তাদের বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই। আজকের নবীন গ্র্যাজুয়েটরা দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের মেধা ও কর্ম দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।'



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, তাদের মাতাপিতা, শিক্ষকবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ তৈরীতে শিক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি বিশ্বমুখীন, শিক্ষা মনস্ক, সংস্কৃতি সচেতন ও দেশ প্রেমিক গ্র্যাজুয়েট তৈরি করবে যারা তাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় মূল্যবান অবদান রাখবে।'

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত তাঁর বাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনকে শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক, শিক্ষকবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আখ্যায়িত করে এই স্মরণীয় মুহূর্তে সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই কেবল অভিজ্ঞানপত্র প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়। বরং তা নিরন্তর জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও মেধাকে বিকশিত করার ক্ষেত্র। আদর্শিকভাবে তা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান জাগতিক উৎকর্ষ ও মূল্যবোধের পরিচর্যার কেন্দ্র। তিনি প্রায় দু' বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা সানন্দে স্মরণ করে বলেন যে এখানে জ্ঞান চর্চার যে প্রবল পিপাসা ও ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হয়েছিল তারই পুরস্কার হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ তাঁর বাণীতে বলেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তোলা। প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, দূরদৃষ্টি ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা সমৃদ্ধ করবে। এ লক্ষ্যে কাজ করায় তিনি মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রশংসা করেন।



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান তাঁর বাণীতে এই আস্থা জ্ঞাপন করেন যে, ছাত্রছাত্রীরা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানসম্মত শিক্ষা লাভের মাধ্যমে দেশ ও দশের কল্যাণে যথাযথ অবদান রাখার ক্ষমতা অর্জন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম তাঁর বাণীতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি সূচনালগ্ন হতেই শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার ব্রত গ্রহণ করেছে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন তাঁর বাণীতে বলেন, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নবীন হলেও একটি নেতৃস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠার সমস্ত গুণাবলী এর মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন মানসম্মত শিক্ষাই পারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রকৃত নেতৃত্ব তৈরি করতে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই প্রথম সমাবর্তন সুখী, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার জন্য গ্র্যাজুয়েটদের অনুপ্রাণিত করবে।

প্রফেসর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর বাণীতে সমাবর্তন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন উচ্চতর শিক্ষা জ্ঞানবিস্তারের অপরিহার্য মাধ্যম এবং তা মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে একটি দেশের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তিনি সিলেট অঞ্চলে উচ্চতর শিক্ষার মানোন্নয়নে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর বাণীতে সমাবর্তন উপলক্ষে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন শিক্ষার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। তিনি এ ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির অবদানের কথা স্মরণ করে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীরা দেশ ও সমাজের সুনাগরিক হয়ে দেশের উন্নয়নে যথোপযুক্ত অবদান রাখবে।

মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী তাঁর বাণীতে বলেন, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য থেকেই মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শুধুমাত্র শিক্ষাগত উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠাই এর লক্ষ্য ছিল না, শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

উপাচার্য প্রফেসর মো. আব্দুল আজিজ তাঁর বাণীতে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি বয়সে নবীন হলেও শিক্ষার উৎকর্ষ এবং গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে নিজস্ব একটি জায়গা করে নিয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষাদানের পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মূল্যবোধ এবং অন্যান্য গুণাবলী গড়ে তোলার সার্বিক প্রচেষ্টা করা হয়। তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে কোন ছাড় না দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

সমাবর্তনের অনুষ্ঠানমালা

সমাবর্তন শোভাযাত্রা সকাল ১০.৫৫ মিনিটে অনুষ্ঠানস্থলে পৌছলে গ্রাজুয়েট ও অতিথিবৃন্দ দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানান। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান, উপাচার্য, সমাবর্তন বক্তা ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ সমাবর্তন মঞ্চে উপস্থিত হলে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় ঠিক এগারটায়। এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ক্বারী নুর-ই-আলম এবং পবিত্র গীতা পাঠ করেন আইন ও বিচার বিভাগের প্রভাষক নির্জন কুমার মিত্র। স্বাগত ভাষণ দেন বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক মো. ফরাসউদ্দিনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন মার্শাল মুহাম্মদ ফজলুর রব তানভীর। সমাবর্তন বক্তৃতার পর বিভিন্ন অনুষদের ডিনগণ নিজনিজ অনুষদের গ্র্যাজুয়েট ও পোস্টগ্র্যাজুয়েটবৃন্দকে ডিগ্রিপ্রদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির মাননীয় চ্যান্সেলর মনোনীত প্রতিনিধি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সমীপে উপস্থাপন করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের ডিগ্রি প্রদান করেন এবং ডিগ্রিপ্রাপ্তরা তাদের আচরণ ও মেধামনন দ্বারা নিজেকে এই ডিগ্রিলাভের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি কৃতী শিক্ষার্থীদের ডিনস এ্যাওয়ার্ড ও চ্যান্সেলরস্ গোল্ডমেডেল প্রদান করেন। এরপর মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক মো. আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব বদরউদ্দিন আহমদ কামরান। সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ক্রেস্ট প্রদান করেন উপাচার্য মহোদয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিকে ক্রেস্ট প্রদান করেন। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মহোদয়ের মনোনীত প্রতিনিধি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. সভাপতিত্ব করেছেন। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর প্রফেসর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব সফিকুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ এ্যাডভোকেট, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল আউয়াল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুল হুদা, লিডিং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কবির হোসেন চৌধুরী, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল আহমদ চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস. এম. আব্দুল খালেক, সিলেট জেলা বারের সভাপতি এ্যাডভোকেট এ. ইউ. শহীদুল ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডা. শাহরিয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক জনাব জাহাঙ্গীর আলম, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ এর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক জনাব সুফী হোসেন জুলফিকার রহমান, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো. রাশেদ তালুকদার এবং বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. সাইফুদ্দিন খালেদ, সদস্য : জনাব এম. আমানউল্লাহ , জনাব আব্দুল কাদির চৌধুরী, জনাব তহসিন আমান, ড. আহমদ আল কবীর, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনসুরুজ্জামান, জনাব এ টি এম শোয়েব ও ড. ইউসুফ এম. ইসলাম।



প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী



নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত মানবসম্পদে পরিণত করতে চাই

'বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের থাকতে হবে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতি ও বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। আর এজন্যে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত ও তথ্য বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে।' গত ২২ এপ্রিল সিলেটের জালালাবাদ গ্যাস মিলনায়তনে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর-এর প্রতিনিধি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এ মন্তব্য করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এবং বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েটদের জন্য সমাবর্তন একটি প্রতীক্ষিত ও আনন্দময় অনুষ্ঠান। সমাবর্তনের আনন্দের সাথে মিশে আছে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময়ের নিরলস অধ্যয়ন ও সাধনা, তাদের পিতামাতা অভিভাবকদের নিরন্তর ত্যাগ ও শুভকামনা, শিক্ষকদের নিরলস ভূমিকা ও অবদান এবং শিক্ষক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সহ সকলের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা। আধুনিক বিশ্বে দার্শনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসাই হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তি। সরকারি-বেসরকারি সকল প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার ভিত্তি তাই হওয়া উচিত। আমাদের সরকারি- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির পরিচালনা পরিষদ ও শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টার প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। তাঁরা তাঁদের অঙ্গীকার পূরণে দৃঢ় থাকবেন এটা আমার বিশ্বাস। এ কথাটি আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমরা আলাদাভাবে দেখি না। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যাই হোক, সর্বত্রই আমাদের সন্তানেরাই শিক্ষা লাভ করছেন। আমরা চাই তারা যেন সর্বত্রই মানসম্মত শিক্ষা লাভ করতে পারেন। কোন শিক্ষার্থীই ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত হোক আমরা তা মেনে নিতে পারি না। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আহ্বান জানাই – আসুন, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করি। তিনি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান যথাযথভাবে প্রয়োগ করে নিজেদের জীবন এবং তাদের শিক্ষক ও পরিবারের অবদানকে সার্থক করে তোলার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৪৮৩ জন স্নাতককে ডিগ্রি প্রদান ইউনিভার্সিটির সাফল্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি আমাদের শঙ্কিত করত। একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার অভিপ্রায়ে আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সকল বিধি বিধান মেনে চলেই এই প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দেশবিদেশে কর্মসংস্থানের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি শুরু থেকে লেখাপড়ার সর্বোৎকৃষ্ট পরিবেশ ও সুবিধা বজায় রেখে দক্ষ জনশক্তি গঠনে সক্রিয় রয়েছে।

আর্ন্তজাতিক শিক্ষাঙ্গনে অনুসৃত একাডেমিক রীতিনীতি ও বিধিবিধান বিবেচনায় রেখে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি নিয়ত আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে গুণমান সম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত সৎ, দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি গড়ে তোলাই আমাদের কর্তব্য। আমরা দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চাই।' তিনি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

সমাবর্তন বক্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সমাবর্তন বক্তৃতায় বলেন, ডিগ্রি অর্জন যে কোন বিদ্যার্থীর জন্য সুবর্ণরেখার শেষ প্রান্তে একটি মহৎ ও বৃহৎ পাওয়া। মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি বয়সে নবীন হলেও সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিতে অত্যন্ত বলীয়ান বলে মনে করি। নবীন গ্র্যাজুয়েটদের উষ্ণতম অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে কিন্তু শুরু হয়ে গেল তোমাদের ঋণ পরিশোধের পালা। আর এ দায় পরিবারের বাইরে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বিস্তৃত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের জন্য সাধনা করার সময় যেভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা লালন করবে ঠিক পর মুহূর্তেই নিজের চারপাশে অবস্থানকারী ভাগ্যহতদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন সংগ্রামে সাথী হবার চেষ্টা করবে। তোমাদের জীবনের চলার পথে আজ একটি যাত্রাবিরতি হল। শুরু হল নতুন পথচলা যেখানে তোমাদের মা- বাবা ও শিক্ষকমণ্ডলীর স্নেহের আঁচল ও দৃষ্টির বাইরে স্বাধীনভাবেই পথ চলতে হবে। সে পথের প্রতিটি পদক্ষেপ তোমরা একদিকে যেমন পরিবারের সন্তানের পরিচিতি নিয়ে অগ্রসর হবে অন্যদিকে তেমনি বহন করবে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির সুনাম ও সনদ। এখানে যে সুশিক্ষা ও আদর্শের আলোক বর্তিকা লাভ করেছ তাই যেন হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দূত হিসাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে তোমাদের সৎ, স্বচ্ছ, সম্মানজনক ও মানবদরদী পরিচয়। কর্মময় জীবনে নিজের চারপাশে অবস্থানকারী ভাগ্যহতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি ডিগ্রিপ্রাপ্তদের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির সাফল্যের প্রশংসা করে এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণা বিষয়ে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা আজ সুনামের সাথে কাজ করছেন। তাই দেশে উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি গোটা অনুষ্ঠানটি বাংলায় পরিচালনা করায় উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গঠিত ইন্টারন্যাল কোয়ালিটি এ্যাসিউর‍্যান্স সেল-এর জন্য সন্তোষপ্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব বদরউদ্দিন আহমদ কামরান বলেন, সরকার সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছে তা বাস্তবায়নে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকে যারা উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকের অবস্থান থেকে দেশের কল্যাণে কাজ করা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে গ্র্যাজুয়েটগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের কল্যাণে কাজ করে যাবেন।

ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক মো. আব্দুল আজিজ বলেন, 'মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। আমাদের রয়েছে এক ঝাঁক তরুণ ও মেধাবী শিক্ষক। এছাড়া অতি

সীমিত সংখ্যক অতিথি শিক্ষকও রয়েছেন। তাঁদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও মেধাকে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো রূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় না। মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিকে আমরা তৃতীয় সহস্রাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করে থাকি। এ উদ্দেশ্যে আমাদের লক্ষ্য এটিকে একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তোলা। আমাদের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ যে স্বপ্ন নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন, সে স্বপ্ন পূরণে আমরা সবাই কাজ করে চলেছি। মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিকে আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।' তিনি এর সাফল্যের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন রেজিস্ট্রার ইন চার্জ জনাব মুহাম্মদ ফজলুর রব তানভীর।

সমাবর্তনে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৪৮৩ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি লাভ করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রিভিত্তিক সংখ্যা হল: বিবিএ ১৩০ জন, বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং ইন সিএসই ১৯ জন, বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইটিই ২৩ জন,বি. এ. অনার্স ইন ইংলিশ ১৩ জন, এলএল.বি. অনার্স ১১ জন, এমবিএ ১৬৪ জন, এম.এ ইন ইংলিশ ২৩ জন, এলএল.বি. ৯০ জন এবং এম. এসসি. ইন এম আই এস ১০ জন।






কৃতী শিক্ষার্থীদের পদক প্রদান

প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রত্যেক অনুষদের সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী কৃতী শিক্ষার্থীদের ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ থেকে সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩.৯৫ অর্জন করে বি. এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং ইন সিএসই ডিগ্রি লাভের জন্য ষষ্ঠ ব্যাচের শিক্ষার্থী নাজমিন আক্তার, ব্যবসা অনুষদ থেকে সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩.৯৭ অর্জন করে বিবিএ ডিগ্রি লাভের জন্য তৃতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী দেবাশীষ রায়, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩.৩১ অর্জন করে বি এ অনার্স ইন ইংলিশ ডিগ্রি লাভের জন্য চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মাসুদ এবং আইন অনুষদ থেকে সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩.৭৪ অর্জন করে এলএল.বি. অনার্স ডিগ্রি লাভের জন্য দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. লুৎফুর রহমান লিমন ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন।



বিবিএ তৃতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী দেবাশীষ রায় সকল অনুষদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩.৯৭ অর্জন করায় চ্যান্সেলরস্ গোল্ড মেডেল লাভ করার গৌরব অর্জন করেছেন।

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিযুক্ত



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার সুপারিশক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ অনুযায়ী মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজকে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি সিলেট - এর উপাচার্য হিসেবে চার বৎসরের জন্য নিয়োগ দান করেছেন। বাহান্নের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে অর্থনীতিতে অনার্স এবং ১৯৫৮ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্যের লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়াও তিনি শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন বিষয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। অধ্যাপক আজিজ ১৯৫৯ সাল থেকে অদ্যাবধি শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত রয়েছেন। সুদীর্ঘ শিক্ষকতার সময় তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করা ছাড়াও নোয়াখালী কলেজ, নরসিংদী কলেজ, ও সিলেট এম. সি. কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন । এছাড়াও তিনি রাজশাহী ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত রেজিস্ট্রার, ১৯৯৮-৯৯ সালে খণ্ডকালীন অধ্যাপক এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ট্রেজারার ও কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেন। অধ্যাপক আজিজ ৭টি অর্থনীতির পাঠ্যবই, ১২টি বিভিন্ন বিষয়ক বই এবং অসংখ্য গবেষণা প্রকাশনার একজন সফল লেখক। তিনি সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস সমিতি প্রকাশিত দুটি গ্রন্থেরও সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদের সভাপতি। এ পরিষদ প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদেও তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৩ সালে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন সময় অর্থনীতির অধ্যাপক, ডিন, ট্রেজারার এবং ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন।



উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ-কে সংবর্ধনা

বাহান্নের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজকে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করায় মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ২৪ জানুয়ারি সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ইউনিভার্সিটির পক্ষে অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজকে ফুল দিয়ে বরণ করে ইটিই চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী আজমিরা জান্নাত। সভাপতির বক্তব্যে বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন যে, অধ্যাপক আজিজের সুযোগ্য নেতৃত্বে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ভাবমূর্তি দেশে ও বিদেশে উজ্জ্বল হবে।

বোর্ড অব গভর্নরস্/ সিন্ডিকেট-এর সভা অনুষ্ঠিত

মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব গভর্নরস্/ সিন্ডিকেট-এর এক সভা গত ২২ এপ্রিল সকাল ১০ টায় বোর্ড অব গভর্নরস্-এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গত ১৭ই এপ্রিল সকাল ১১ টায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং কোরাম সংকটের কারণে সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং তারিখ ও সময় যথাক্রমে ২২ এপ্রিল ২০১০ সকাল ১০ টায় নির্ধারিত হয়। এই সভায় ৪৮৩ জন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ডিগ্রি অনুমোদন, একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সমূহকে নিশ্চিতকরণ করা হয়। সভায় অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমানকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে অনারারি কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক জনাব মুহাম্মদ ফজলুর রব তানভীরকে রেজিস্ট্রার-ইন-চার্জ হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। এছাড়া প্রথম সমাবর্তনের প্রস্তুতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

৫ম এনডিএফ বিডি জাতীয় বিতর্ক উৎসবে অংশ গ্রহণ

'নবপ্রাণে জাগে মুক্তির উল্লাস, যুক্তি শতদলে' এই লক্ষ্য নিয়ে গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ (এনডিএফ বিডি) আয়োজিত পঞ্চম জাতীয় বিতর্ক উৎসব। উৎসবের কর্মসূচিতে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আজীবন সম্মাননা প্রদান, প্রদর্শনী বিতর্ক, পাবলিক স্পিকিং প্রতিযোগিতা, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন, কর্মশালা, মিডিয়া বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই উৎসবে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির তিন জন ছাত্র – আইন ও বিচার বিভাগের হোসেন আহমদ শিপন, ইংরেজি বিভাগের মাহমুদুল হাসান তারেক ও ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের মোঃ রাসেল চৌধুরী অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক জনাব কাজী মোঃ সাইফুল আচফিয়া। ইংলিশ পাবলিক স্পিকিং প্রতিযোগিতায় মোঃ রাসেল চৌধুরী পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে।

শিক্ষকের পদোন্নতি লাভ

জনাব মোঃ সাদেক ফেরদৌস ২০০৬ সালের ১৩ মে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির আইসিটি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি গত ১লা অক্টোবর ২০০৯ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন।

বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্স সম্পন্ন

সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফি আয়োজিত বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্স পাঠশালা গত ২৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে সম্পন্ন হয়। সপ্তাহব্যাপী এই কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী।



একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত

মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভা ১৩ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন, গত বছরে পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি, শিক্ষকদের শিক্ষা ছুটি, পরীক্ষা কমিটি ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুমোদন করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী, বোর্ড অব গভর্নরস্ এর সদস্য ড. আহমদ আল কবীর, অধ্যাপক ড. রেজাই করিম খন্দকার, অধ্যাপক ডাঃ এম. এ. আহবাব, স্কুল অব বিজনেস এর ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, স্কুল অব হিউম্যানিটিজ এন্ড সোসাল সায়েন্স এর ডিন অধ্যাপক সুরেশ রঞ্জন বসাক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শিব প্রসাদ সেন, আইসিটি বিভাগের প্রধান চৌধুরী মোঃ মোকাম্মেল ওয়াহিদ, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মোছাঃ আল হামরা বেগম, আইন ও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শেখ মোঃ আশরাফুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান, অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা, মুহাম্মদ ফজলুর রব তানভীর এবং দিলীপ কুমার দেব।



স্প্রিং টার্ম ২০১০ এর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

"পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই।" ১১ ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির স্প্রিং টার্ম ২০১০ এর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সভাপতির বক্তব্যে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ এই মন্তব্য করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী ছাত্র-ছাত্রীদের বিলাসিতা পরিহার করে লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান, স্কুল অব বিজনেস-এর ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং স্কুল অব ল'-এর ডিন ব্যারিস্টার মোঃ আরশ আলী, ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুরেশ রঞ্জন বসাক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শিব প্রসাদ সেন, ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক দেবাশীষ রায় এবং আইসিটি বিভাগের প্রভাষক নাজমিন আক্তার।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

"সকল ভাষা চর্চার মাধ্যমে এই চমৎকার পৃথিবী আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠুক। ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনা ছিল সকল ভাষাভাষীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। চর্চার অভাবে কোন ভাষাই যেন বিলুপ্ত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলেই ভাষা আন্দোলন সার্থক হবে।" মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১০ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্লাবের সভাপতি ও প্রক্টর অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান, স্কুল অব বিজনেস এর ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, স্কুল অব হিউম্যানিটিজ এন্ড সোস্যাল সায়েন্স এর ডিন অধ্যাপক সুরেশ রঞ্জন বসাক, জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব লোকমান আহমদ চৌধুরী, সংস্কৃতি কর্মী জনাব রফিকুর রহমান লজু এবং এলএল.বি. অনার্সের ছাত্র আব্দুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা



করেন সাফরিন মাহবুব চৌধুরী কান্তি। বক্তারা প্রমিত বাংলা উচ্চারণ, বাংলা বানান বিভ্রাট দূরীকরণ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অংশ গ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তাজিন, সেঁজুতি, নীল, পংকজ, শান্ত, তানিয়া, অনসূয়া, মণিকা, সৌমেন এবং শিক্ষকদের মধ্যে জনাব শাহ আহমদ, জনাব শাহ মোহাম্মদ হামজা আনোয়ার ও জনাব মো. নাসির উদ্দিন।



স্বাধীনতা দিবস ২০১০ উদ্‌যাপন

"স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও দেশের মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশের মানুষকে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানতে দিতে হবে এবং যেকোন মূল্যে স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। স্বাধীনতা দিবস ২০১০ উপলক্ষে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী তানিয়া সুলতানা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্কুল অব বিজনেস এর ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, স্কুল অব হিউম্যানিটিজ এন্ড সোস্যাল সায়েন্স এর ডিন অধ্যাপক সুরেশ রঞ্জন বসাক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শিব প্রসাদ সেন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাফরিন মাহবুব চৌধুরী।

উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বাংলাদেশ ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড ২০১০

বাংলাদেশ ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির আইসিটি সোসাইটির সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড ২০১০ এর সিলেট বিভাগের প্রতিযোগিতা মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। তিন ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দশ জনকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের প্রভাষক আহসান হাবীব, জাকারিয়া আহমদ, মোস্তাফিজুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা লোকমান আহমদ চৌধুরী এবং আইসিটি সোসাইটির কো- অর্ডিনেটর উত্তম বণিক সহ সোসাইটির অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান অনারারি ট্রেজারার নিযুক্ত

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির অনারারি ট্রেজারার হিসেবে ২০১০ খ্রিঃ ৩১ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি ২০০৩ সালের আগস্ট থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন এবং বিভিন্ন সময়ে রেজিস্ট্রার, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন।



অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসনে এম. এস. ডিগ্রি অর্জন করেন। উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে তিনি বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, উন্নয়ন প্রশাসন ও পরামর্শক হিসেবে বাংলাদেশ এবং বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি ওয়াশিংটনস্থ বিশ্বব্যাংকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ফেলো এবং পল্লীউন্নয়ন বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

অধ্যাপক সুরেশ রঞ্জন বসাক মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নতুন ডিন

ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুরেশরঞ্জন বসাক গত ১৬ ফেব্রুয়ারি মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুলেখক অধ্যাপক বসাক ২০০৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'কালের কবিতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', 'সাহিত্য : নিকট সময় দূরের দেশ', '৭০০ বছরের ইংরেজি প্রেমের কবিতা', 'এশিয়ার কবিতা', 'কাহলিল জিব্রানের দ্য প্রফেট', 'গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের গল্প', The Human Hole, Towards Understanding : Introduction to Poetry ইত্যাদি। অতি সম্প্রতি তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ই এম ফরস্টার, মূলক রাজ আনন্দ ও গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সাহিত্যকর্মের ওপর তাঁর পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ সমাপ্ত করেছেন।



মুহাম্মদ ফজলুর রব রেজিস্ট্রার- ইন- চার্জ নিযুক্ত

জনাব মুহাম্মদ ফজলুর রব সম্প্রতি রেজিস্ট্রার-ইন-চার্জ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি ২০০১ সালে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি প্রজেক্টে যোগদান করে পরবর্তীতে প্রজেক্ট হেড এর দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে সহকারি রেজিস্ট্রার ও ২০০৬ সালে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। তিনি বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম এর একজন গ্র্যাজুয়েট। পরবর্তীতে তিনি কৃতিত্বের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নিউপোর্ট ইউনিভার্সিটি এবং কানাডার রয়্যাল রোডস ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ কোর্স করেন।





নববর্ষ ১৪১৭ উদযাপন

'মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'- এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে গত পহেলা বৈশাখ ১৪১৭(১৪ এপ্রিল ২০১০) মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে সকাল এগারটায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক মো. আব্দুল আজিজ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান, বাণিজ্য অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, আইন অনুষদের ডিন ব্যারিস্টার মো. আরশ আলী, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক সুরেশরঞ্জন বসাক সহ অন্যান্য শিক্ষক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।



বসন্ত উৎসবে অংশগ্রহণ

'সবারে বাসরে ভালো নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে।' - এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল দিনব্যাপী বসন্ত উৎসব। এই উৎসবে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির শিল্পীদল সংগীতে ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে। শিল্পীদলে ছিলেন: সুমনা আজিজ, মমতাময়ী দাশ, সানি, নীল, ইমন, সেঁজুতি, প্রিয়াঙ্কা, মৌলি, বৌলি, মণিকা, অনসূয়া, শান্ত ও সাফরিন চৌধুরী।



ল' বুলেটিন এর মোড়ক উন্মোচন

'দেশ ও জাতির উন্নয়নে সুবিচার ও সুশাসনের বিকল্প নেই। তাই সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে নিজেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়তে হবে।' ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ইউনিভার্সিটির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির আইন ও বিচার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী প্রকাশিত প্রথম প্রকাশনা 'ল' বুলেটিন' এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষায় 'ল' বুলেটিন' প্রকাশনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

আইন ও বিচার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শেখ আশরাফুর রহমানের পরিচালনায় এবং স্কুল অব ল'-এর ডিন ব্যারিস্টার মোঃ আরশ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'ল' বুলেটিন' এর সম্পাদক মোঃ আবেদ আব্দুল্লাহ্ রাব্বানী শান্ত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক খন্দকার মাহমুদুর রহমান, আইন ও বিচার বিভাগের ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি ও সিলেট জেলা বারের সভাপতি এ্যাডভোকেট এমাদ উল্লাহ শহীদুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা লোকমান আহমদ চৌধুরী, আইন ও বিচার বিভাগের প্রভাষক প্রবাল চক্রবর্ত্তী। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুরেশ রঞ্জন বসাক সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

'ঐক্য-এইডস প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এইচআইভি/এইডস এবং এসটিডি এলায়েন্স বাংলাদেশ (হাসাব) এবং জার্মান টেকনিক্যাল কোঅপারেশন (জিটিজেড) এর যৌথ উদ্যোগে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতামূলক 'ঐক্য - এইডস প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ' শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী এক কর্মশালা গত ২৯ ও ৩০ মার্চ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক মো. আব্দুল আজিজ। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের খেলা, রোল প্লে, আলোচনা ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এইডস প্রতিরোধে সচেতন করা হয়। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এইডস প্রতিরোধে শিক্ষণীয় পুস্তিকা বিতরণ ও বিভিন্ন পর্বে বিজয়ী দলকে পুরস্কৃত করা হয়।

এই কর্মশালায় মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির পক্ষে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন জনসংযোগ কর্মকর্তা লোকমান আহমদ চৌধুরী এবং হাসাবের পক্ষে প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন মিসেস আনোয়ারা হায়দার ।



বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চেয়ারম্যান

গত ১ ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল জলিল এম.পি.। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছলে তাঁকে স্বাগত জানান বোর্ড অব গভর্নরস্ এর চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী, উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ সহ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান জনাব এম.এস. আহসান, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মনসুরুজ্জামান, জনাব সুব্রত নারায়ণ রায়, জনাব এ.কে.এম. শহীদ রেজা ও আলহাজ্ব তারা মিয়া খান। জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এম.পি. মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির উন্নয়ন ও বৃত্তি প্রদানের জন্য মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এর পক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষকদের যোগদান

নাজমিন আক্তার ৬ জানুয়ারি আইসিটি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি ২০০৯ সালে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.এসসি. (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন।



মারুফা রাহমী ২৩ জানুয়ারি আইসিটি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি ২০০৯ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.এসসি. (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন।



কাজী অহিদুজ্জামান ২ ফেব্রুয়ারি আইসিটি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি ২০০৯ সালে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.এসসি. (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন।



ফারহানা জামান ২ জানুয়ারি ব্যবসা প্রশাসন বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৮ সালে বিবিএ এবং ২০০৯ সালে এমবিএ (হিসাব বিজ্ঞান) ডিগ্রি অর্জন করেন।



দেবাশীষ রায় ২ জানুয়ারি ব্যবসা প্রশাসন বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০৮ সালে বিবিএ (মার্কেটিং) ও ২০০৯ সালে এমবিএ (মার্কেটিং) ডিগ্রি অর্জন করেন।



মোঃ হুমায়ূন কবির ২ জানুয়ারি আইন ও বিচার বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৫ সালে এলএল.বি. (অনার্স) ও ২০০৬ সালে এলএল.এম. ডিগ্রি অর্জন করেন।



রাফিয়া সুলতানা ১ জানুয়ারি আইন ও বিচার বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৭ সালে এলএল.বি. (অনার্স) ও ২০০৮ সালে এলএল.এম. ডিগ্রি অর্জন করেন।



কৌশিক আহাম্মদ খোন্দকার ৬ জানুয়ারি আইন ও বিচার বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৮ সালে এলএল.বি. (অনার্স) ও ২০০৯ সালে এলএল.এম. ডিগ্রি অর্জন করেন।



প্রবাল চক্রবর্ত্তী ৯ জানুয়ারি আইন ও বিচার বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৭ সালে এলএল.বি. (অনার্স) ও ২০০৮ সালে এলএল.এম. ডিগ্রি অর্জন করেন।



ফারজানা আফরিন ৫ জানুয়ারি আইন ও বিচার বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৬ সালে এলএল.বি. (অনার্স) ও ২০০৭ সালে এলএল.এম. ডিগ্রি অর্জন করেন।



মোঃ মাসুম আরেফিন ১ জানুয়ারি আইন ও বিচার বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৭ সালে এলএল.বি. (অনার্স) ও ২০০৮ সালে এলএল.এম. ডিগ্রি অর্জন করেন।



মোঃ নাসির উদ্দীন ৭ জানুয়ারি ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সালে বি.এ. (অনার্স) ও ২০০৫ সালে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন।



রুমি রায় ৭ জানুয়ারি ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সালে বি.এ. (অনার্স) ও ২০০৫ সালে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন।



স্বপ্নিল সম্ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা আর শান্তির মূর্ত প্রতীক হয়ে যে সমাজ গড়ে তোলার কথা তরুণদের, তারাই আজ সমাজে শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করছে। সভ্যতাকে সামনে না নিয়ে ঠেলে দিচ্ছে পিছনের দিকে। তরুণ সমাজ ইভ-টিজিং এর নামে বিবেকবর্জিত উন্মত্ততায় মেতে উঠে সমাজকে করছে কলুষিত। ইভ-টিজিং প্রতিরোধে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হউন।

মুদ্রণ: **সময়**, সিলেট।